৪.৭ ঈশ্বরের আরো কিছু গুণ (Some More Attributes of God)

ক) অতিবর্তিতা ও অন্তর্বর্তিতা (Transcendence and Immanence) ঃ জগৎ ও জীবের সঙ্গে সম্পর্কে ঈশ্বরকে কখনও অতিবর্তী, কখনও অন্তর্বর্তী আবার কখনও অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ই বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর যদি অতিবর্তী হন তবে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবন ও জগৎ থেকে দূরে অবস্থান করেন। তাঁর সৃষ্টিতে কোন গোলযোগ দেখা দিলে তবেই তিনি হস্তক্ষেপ করে গোলযোগের নিষ্পত্তি করেন কিন্তু জীব ও জগতের মধ্যে তিনি কখনই অবস্থান করেন না। তাঁর এই অবস্থাকে বোঝানোর জন্য যে লাতিন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয় তা হল Deus ex machina। জগৎ ও জীব যেন যন্ত্রের মতো। যন্ত্রনির্মাতা কখনই তাঁর নির্মিত যন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করেন না।

Scanned by CamScanner

যন্ত্রে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি হস্তক্ষেপ করে যন্ত্রের ত্রুটি মেরামত করে দিতে পারেন। যন্ত্র নির্মাতার সঙ্গে যন্ত্রের যা সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন ও জগতেরও একইরকম সম্পর্ক।

ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতা (immanence) বলতে বোঝায় ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মধ্যেই অবস্থান করেন। তিনি অতিবর্তী নন। যাঁরা বলেন 'ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান' তাঁরা ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতাই বোঝাতে চান। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন অর্থ সব ধরনের বস্তুর মধ্যে যথা ইট, কাঠ, চেয়ার, টেবিল, পাথর, ফুল ও বিষ্ঠার মধ্যে যেমন ঈশ্বর আছেন, তেমনি মানুষ, গরু, ঘোড়া, মশা, ছারপোকার মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। দার্শনিক Spinoza-র মতে ঈশ্বর অন্তর্বর্তী। অবশ্য Spinoza ঈশ্বর বলতে বুঝেছেন দ্রব্য (substance) বা প্রকৃতি। বলাই বাহুল্য যে Spinoza-র ঈশ্বর ও ধর্মের ঈশ্বর এক নয়।

খ) সর্বশক্তিমত্তা (Omnipotence) ঃ ঈশ্বর অসীম শক্তিসম্পন্ন। এর অর্থ এই যে ঈশ্বরের পক্ষে কোন কাজই অসম্ভবের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু অসীম শক্তিমত্তার এই অর্থ ধরলে চলবে না। যেমন St. Augustine বলেছেন, ঈশ্বর মরতে পারেন না, কৃতকে অকৃত করতে পারেন না। সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে যা স্বরূপত স্ববিরোধী (self-contradictory) তা না করতে পারার নাম অক্ষমতা নয়। যেমন ঈশ্বর সোনার পাথরবাটি তৈরি করতে পারেন না, দুই বাহু দিয়ে কোন স্থানকে আবদ্ধ করতে পারেন না বা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি তিন সমকোণ করতে পারেন না ইত্যাদি। যা অসম্ভব ও আত্মবিরোধী তা করার ক্ষমতা ঈশ্বরে অর্পণ করার কোন সার্থকতা নেই। অধ্যাপক Galloway বলেন, সর্বশক্তিমত্তার অর্থ এই যে, তিনি জগৎসত্তার সম্পর্কে অপর কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নন এবং তাঁর পূর্ণতার জন্য অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না।

গ) সর্বজ্ঞতা (Omniscience) ঃ সমস্ত কিছুর জ্ঞান ঈশ্বরের আছে এই হল ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার অর্থ। প্রশ্ন হতে পারে ঈশ্বর কি ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা জানেন? ঈশ্বরের জ্ঞান কি অতীত ও বর্তমানেই সীমাবদ্ধ? ঈশ্বর যদি ভবিষ্যৎ বিষয়ও জানতে পারেন তাহলে জীবের স্বাধীনতা বা জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতার সম্ভাবনা কোথায়? কেউ কেউ বলতে পারেন যে ঈশ্বর যখন সমস্ত ভবিষ্যৎকে জানেন তখন তিনি তা জানেন সম্ভাবনারূপে। অর্থাৎ ঘটনার ভিত্তি ও ঘটনার প্রবাহবিধি তাঁর জানা থাকায় তিনি ঘটনাকে সম্ভাবনারূপে জানতে পারেন। জীব সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার কিছু কিছু ক্ষমতার অধিকারী। তথাপি উপরোক্ত

Scanned by CamScanner

প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া বেশ কঠিন। যাঁরা ঈশ্বরের কল্পিত অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা এসব প্রশ্নের কল্পিত জবাবও দিতে পারেন। ধরে নেওয়া হয় যে, জীবনের স্বাতন্ত্র্যও আছে আবার ঈশ্বর সর্বজ্ঞও। জীব নিজ বুদ্ধি বিবেচনাতে সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে সক্ষম। জীবের বুদ্ধির মধ্য দিয়েই ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন তাই জীবকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

ঘ) সর্বব্যাপকত্ব (Omnipresence) : ঈশ্বর শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞই নন। তিনি সর্বব্যাপীও বটে। যেহেতু ঈশ্বর অসীম তাই তার সীমিত ব্যাপ্তি থাকতে পারে না। সর্বত্রই তিনি আছেন।

Scanned by CamScanner

১. অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism)

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত নন। জীব ও জগৎকে অতিক্রম করে তিনি বিদ্যমান। অর্থাৎ, জীব ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কে তিনি অতিবর্তী (transcendent)। ঈশ্বরের সত্তার বিন্দুমাত্রও জীবন ও জগতের মধ্যে থাকে না।

(খ) ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা। অনাদি, অনন্ত কালপ্রবাহের কোন একক্ষণে ঈশ্বর শূন্য (void) থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন (Ex nihilo nihil fit)। অর্থাৎ আগে থেকে বিদ্যমান কোন দ্রব্য নিয়ে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেননি। কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

(গ) ঈশ্বর জগৎ প্রবাহের মুখ্য কারণ (primary cause)। এই মুখ্য কারণের প্রয়োজন হয়েছিল শুধুমাত্র জগৎ সৃষ্টির জন্য। কিন্তু জগতের প্রবাহকে ধরে রাখার জন্য আর এই মুখ্য কারণের প্রয়োজন নেই। তারজন্য গৌণ কারণই (secondary cause) যথেষ্ট। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর জগতের মধ্যে যে শক্তিপুঞ্জকে অন্তর্নিবিষ্ট অবস্থায়

Scanned by CamScanner

রেখেছেন, সেই শক্তিপুঞ্জই পরে জাগতিক নানা প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। অর্থাৎ, মুখ্য কারণ যদিও দূরে অবস্থিত, তথাপি, গৌণ কারণগুলি জগৎকে পরিচালিত করতে সমর্থ। ফলে যদিও ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী (transcendent), তথাপি জগতের অভ্যন্তরে বিদ্যমান গৌণ কারণগুলি জগৎকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

(ঘ) জগৎ যদি ঠিকঠাক চলে তবে আর ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জগতের মধ্যে যদি কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখনই ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের এই জগতের কাছাকাছি আসা অতি অল্প সময়ের জন্য, সাময়িক মাত্র। এর ফলে ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী (immanent) হয়ে পড়েন না। তিনি অতিবর্তীই (transcendent) থাকেন।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের সপক্ষে যেসব ধরনের যুক্তি দেওয়া হয় তা এই ধরনের—

(ক) ঈশ্বর যদি জগতের অন্তর্বর্তী (immanent) হন তবে জাগতিক জীবনের দুঃখ ও পাপ ঈশ্বরকে স্পর্শ করবে। এরূপ পাপস্পর্শে ঈশ্বরের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই ঈশ্বর কখনও জগতের অন্তর্বর্তী হতে পারেন না। তিনি জীব ও জগতের সংস্পর্শে অতি অবশ্যই অতিবর্তী (transcendent) হবেন।

(খ) জগৎ সবসময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে কথার অর্থ হচ্ছে কোন কিছু আর আগের মতো থাকছে না। অর্থাৎ, আগের অবস্থার বিনাশ হচ্ছে। এখন ঈশ্বর যদি জীব ও জগতের অন্তর্বর্তী থাকেন তবে ঈশ্বরেরও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু ধরে নেওয়া হয় ঈশ্বর অবিনাশী। তাই ঈশ্বর কখনও অন্তর্বর্তী হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই জীব ও জগতের সংস্পর্শে অতিবর্তী হবেন।

(গ) মনে করা হয় ঈশ্বর হলেন জীব ও জগতের স্রষ্টা এবং জীব ও জগৎ হল ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। স্রষ্টা ও সৃষ্ট এই দুই-এর মধ্যে ব্যবধান থাকা দরকার। সেরূপ ব্যবধান থাকলেও ঈশ্বর আর জীব ও জগতের অন্তর্বর্তী হতে পারেন না।

(ঘ) ধর্মসাধনার জন্য এমন একজন ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজন যে ঈশ্বরের সত্তা ভক্তের সত্তাকে অতিক্রম করে বিরাজমান। আমার ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যাকে আমি পাই তার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মভাবের উদ্রেকের জন্য উপাসনার বস্তুর অতিবর্তী হওয়া প্রয়োজন। তাই ঈশ্বরের অতিবর্তী তত্ত্ব হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর অতিবর্তী না হলে ধর্মসাধনার ব্যাখ্যা করা যায় না।

(ঙ) মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of the will) নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য। আমি যদি স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে না পারি তবে আমার কাজের নৈতিক বিচার সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি সবসময় অপরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে তার কাজের নৈতিক বিচার বা ভালোমন্দ বিচার হয় না। ঈশ্বর যদি আমার

Scanned by CamScanner

মধ্যে অন্তর্বর্তী হন তবে আমার সমস্ত কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়। তাহলে আমার স্বাতন্ত্র্যের আর কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং, ঈশ্বরকে অন্তর্বর্তী বলে চিন্তা না করে অতিবর্তী বলেই কল্পনা করা উচিত। অনুরূপভাবে জগতের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরকে জগতের অতিবর্তী বলে কল্পনা করতে হবে।

সমালোচনা ঃ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ জগতের সৃষ্টিতত্ত্বে (theory of creation) বিশ্বাসী। বাইবেল অনুসারে যে সৃষ্টিতত্ত্ব তা আমরা ৪.৩ অংশে বর্ণনা করেছি। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল ঈশ্বর কোন একসময়ে এই জগতের যাবতীয় বস্তু ও জীব সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের সংকল্পের ফলেই এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। যদি প্রশ্ন ওঠে যে সৃষ্টির জন্য যে উপাদান দরকার সেই কি সৃষ্টির আগে থেকেই ছিল তবে তার একটি উত্তর হতে পারে যে ঈশ্বর সৃষ্টির উপাদানসহই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। অসৎ থেকে সৎ-এর উৎপত্তি (Ex nihilo nihil fit)।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ঈশ্বরকে আদি কারণ (First cause) এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে গৌণ কারণ (Secondary cause) বলে মনে করে। এই মতানুসারে প্রাকৃতিক শক্তি হল ঈশ্বরের শক্তি। তাই যদি হয় তবে এই ঐশ্বরিক শক্তি কি করে ঈশ্বর থেকে পৃথক হল? জগৎ যদি ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় তবে সেই শক্তি পরিচালনার জন্যও তো ঈশ্বরের অন্তর্বর্তী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগৎ সম্পর্কে অতিবর্তী।

তৃতীয়ত, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ দৈব হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। জগৎ যেন যন্ত্রের মতো আর যন্ত্রে কোন ত্রুটি হলে মেকানিক যেমন সেই যন্ত্র মেরামত করে দেন ঈশ্বরও মেকানিকের মতোই জগতের শৃঙ্খলা রক্ষায় হস্তক্ষেপ করেন। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের এই ধারণা ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ করে (anthropomorphic)। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট এই জগতে কেন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়? তিনি এমন জগৎ কেন সৃষ্টি করেননি যে জগতের শৃঙ্খলা কখনও নষ্ট হবে না? অতিবর্তী ঈশ্বরবাদে এইসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন। অর্থাৎ, এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট কিন্তু ঈশ্বর সেই সৃষ্ট জগতের মধ্যে অবস্থান করেন না। এরূপ কল্পনায় ঈশ্বরের অসীমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। ঈশ্বর যদি অসীম হন তবে জগৎও তার বাইরে থাকার কথা নয়। জগৎ ঈশ্বরকে সসীম ঈশ্বরে পরিণত করেছে।

পঞ্চমত, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ মনে করে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর আত্মসচেতন হিসেবে অস্তিত্বশীল ছিলেন। কিন্তু আত্মসচেতনা আত্মা ও অনাত্মের মধ্যে পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর যদি অনন্ত চিন্তাশক্তি সম্পন্ন হন তবে জগৎ না থাকলে তাঁর চিন্তার বিষয়বস্তুও থাকে না। সুতরাং, জগৎ সৃষ্টির আগে ঈশ্বর আত্মসচেতন থাকতে পারেন না।

সুতরাং, ঈশ্বরের ধারণা হিসেবে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়।

Scanned by CamScanner